# Sanatan Dharma

**ব্রাহ্মণ**

“জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে। বেদ পাঠী ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ”।।
অর্থাৎ, “জন্মমাত্রেই সবাই শূদ্র। সংস্কারে দ্বিজ পদবাচ্য হয়। বেদ পাঠেই বিপ্র হন এবং ব্রহ্মকে জানলেই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য”।

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ।।...গীতা-4/13

অর্থাৎ গুন ও কর্ম অনুসারে আমি চারটি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি, জন্ম অনুসারে নয় ।

ব্রাহ্মণ শব্দটা এসেছে ব্রহ্ম থেকে,এক অর্থে, যার রয়েছে ব্রহ্মজ্ঞান সেই ব্রাহ্মণ।বর্ণপ্রথা পাকাপোক্ত হয়ে সনাতন ধর্মে চেপে বসার আগে ব্রাহ্মণ হতে পারতেন যে কেউ। কর্মানুসারে সকলে নানা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; কেউ হয় ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য এবং কেউ বা শূদ্র। মহাভারতে আরও বলা হয়েছে যে, যিনি সদাচারী ও সর্বভূতে মিত্রভাবাপন্ন, যিনি সন্তোষকারী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও শাস্ত্রজ্ঞ, তিনিই ব্রাহ্মণ; অর্থাৎ গুণ ও কর্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের সৃষ্টি, জন্মানুসারে নয়।

ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত,ক্ষত্রিয়ের অন্ন ক্ষীর,বৈশ্যের অন্নই অন্ন,শূদ্রান্ন রুধির বলিয়া কথিত হয় । যাহারা শূদ্রের অন্নরসে শরীর পোষণ করে,দ্বিজোত্তম হইলেও দেহাবসানে তপস্যা ও জ্ঞানহীন হইয়া তাহারা কাক ও গধ্র হয় । মানবগণের পাপ অন্ন আশ্রয় করিয়া থাকে ; অতএব যে যাহার অন্ন ভোজন করে,সে তার পাপই ভক্ষণ করিয়া থাকে । বিশেষতঃ যতিধর্ম্মানুসারে যাঁহারা তপস্যা করেন,তাঁহারা লোভের বশবর্ত্তী হইলে নিশ্চিতই নরকে গমন করিয়া থাকেন ।

গুরু= তপস্যাকালীন পবিত্র ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করিয়া তপস্যা করাই কর্ত্তব্য ।

শিষ্য= তপস্যাকালীন অন্নবিচার না করিলে তপস্যার ক্ষতি হয় ?

গুরু= হাঁ । ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত,ক্ষত্রিয়ের অন্ন ক্ষীর,বৈশ্যের অন্নই অন্ন,শূদ্রান্ন রুধির(রক্ত) বলিয়া কথিত হয় । যাহারা শূদ্রের অন্নরসে শরীর পোষণ করে,দ্বিজোত্তম হইলেও দেহাবসানে তপস্যা ও জ্ঞানহীন হইয়া তাহারা কাক ও গধ্র হয় । মানবগণের পাপ অন্ন আশ্রয় করিয়া থাকে ; অতএব যে যাহার অন্ন ভোজন করে,সে তার পাপই ভক্ষণ করিয়া থাকে ।

বিশেষতঃ যতিধর্ম্মানুসারে যাঁহারা তপস্যা করেন,তাঁহারা লোভের বশবর্ত্তী হইলে নিশ্চিতই নরকে গমন করিয়া থাকেন ।

শিষ্য= এই অন্নদোষ হইতে রক্ষার কোন উপায় নাই ?

শিষ্য= শূদ্র এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে তাঁহাদের অন্ন রুধির সদৃশ ?

গুরু= অপরাধ না থাকিলে শূদ্র কর্ম হয় না । ব্যাপার আর কিছু নহে । মানুষ যতক্ষণ গুণাতীত হইতে না পারিবে,ততক্ষণ শান্তিলাভ করিতে পারিবে না । শূদ্র তমোগুণপ্রধান,তাঁহাদের অন্ন তমোগুণকেই বর্দ্ধিত করিয়া দেয়,তজ্জন্য গুণাতিক্রমণ হয় না ।

কর্ম্মবশে মানব - নিজের বর্ণ নির্ণয় করিয়া থাকে ।

Published on: Nov, 20 2023 09:57

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে কেউ জন্মগতভাবে কোন বর্ণ ( ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র) হয় না কর্ম গুণ এবং যোগ্যতা  দ্বারা তার বর্ণ নিয়ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বর্ণ বলে ধরা হয় ।

************************************************************************************

## ব্রাহ্মণ

“জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে। বেদ পাঠী ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ”।।

অর্থাৎ, “জন্মমাত্রেই সবাই শূদ্র। সংস্কারে দ্বিজ পদবাচ্য হয়। বেদ পাঠেই বিপ্র হন এবং ব্রহ্মকে জানলেই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য”।

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ।।...গীতা-4/13

অর্থাৎ গুন ও কর্ম অনুসারে আমি চারটি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি, জন্ম অনুসারে নয় ।
ব্রাহ্মণ শব্দটা এসেছে ব্রহ্ম থেকে,এক অর্থে, যার রয়েছে ব্রহ্মজ্ঞান সেই ব্রাহ্মণ।বর্ণপ্রথা পাকাপোক্ত হয়ে সনাতন ধর্মে চেপে বসার আগে ব্রাহ্মণ হতে পারতেন যে কেউ।  কর্মানুসারে সকলে নানা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; কেউ হয় ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য এবং কেউ বা শূদ্র। মহাভারতে আরও বলা হয়েছে যে, যিনি সদাচারী ও সর্বভূতে মিত্রভাবাপন্ন, যিনি সন্তোষকারী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও শাস্ত্রজ্ঞ-ব্রহ্মজ্ঞ, তিনিই ব্রাহ্মণ; অর্থাৎ গুণ ও কর্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের সৃষ্টি, জন্মানুসারে নয়।

অর্থাৎ যিনি যোগ্যতা এবং গুণ এবং কর্ম অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ।

সেই গুণ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পদবাচ্য ব্যক্তির সঙ্গে কি ব্যবহার করা উচিত বা কি রকম ব্যবহার করলে কি ফল হয় তাহা শাস্ত্রে উক্ত আছে:-------

”যদবোব্রাহ্মণোক্তোহশ্রদ্দধানো যজাতৈ সা মে যজ্ঞস্যাহশীরসদিতি
তস্মাদ্ যদ্ ব্রাহ্মণোক্তোহশ্রদ্দধানো যজতে শংযুমেব তস্য বার্হস্পত্যং যজ্ঞংস্যাহশীর্গ
চ্ছত্যেতন্মমেত্যব্রীত্ কিং মে প্রজায়াঃ ইতি যোহপগুরাতৈ শতেন
যাতযাদ্যো নিহিত্ সহস্রেণ যাতযাদ্যো লোহিতং করবদ্যাবতঃ প্রস্কদ্য
পাংসূন্তসংগৃহ্নাত্তাবতঃ সম্বত্সরান্ পিতৃলোকং ন প্র জানাদিতি তস্মাদ্
ব্রাহ্মণায় নাপ গুরতে ন হি হন্যান্ন লোহিতং কুর্যাদেতাবতা হৈনসা
ভবতি তচ্ছংযোরা বৃণীমহ ইত্যাহ যজ্ঞমেব তত্ স্বর্গা করোতি তত্ শংযো রা বৃণীমহ।।

অনুবাদঃ যে ব্রাহ্মণের তাড়নার উদ্যেগ করে সে শত নিষ্ক দন্ডে ক্লেশ পায় ,
যেব্রাহ্মণকে আঘাত করে তাড়না করে, তার সহস্র নিষ্কদন্ড,

Published on: Nov, 20 2023 09:57

যে ব্রাহ্মণের শরীরে রক্তপাত করে, সে রক্তবিন্দু পৃথিবীর যত পরমাণু ব্যপেে থাকবে, তত বছর আঘাতকারী পিতৃলোক থকেে বিচ্যুত হয়ে যমযাতনা ভোগ করবে । অতএব ব্রাহ্মণের প্রতি অবমাননা করবে না ,তা হলে উক্তপাপে লিপ্ত হতে হবে ।।

তথ্যসূত্র:- কৃষ্ণযজুর্বদে ২য়কান্ড ৬ষ্ট প্রপাঠক ১০নং মন্ত্র ।।

প্রত্যক্ষং যদব্রাহ্মণাস্তানবে তনে প্রীণত্যথো কৃষ্ণ_যজুর্বদে_সংহতিা /১/৭/৩)

অনুবাদ- ব্রাহ্মণ প্রত্যক্ষ দবেতা।তাদরে অন্ন দানে তুষ্ট করতে হয়।

ভবষি্য পুরাণে আছে– ব্রাহ্মণো জগতাং তীর্থং পাবনং পরমং যতঃ।

ভুদবে হর মে পাপং বষি্ণুরুপনি্নমোহস্তুতে।। ভবষিৎপুরান,মধ্যপর্ব,১০/১৪ পৃষ্ঠা২২৩,

অনুবাদ-- ব্রাহ্মণ সমস্ত জগতরে তীর্থ, কনেনা এটি পরম পাবন।হে ভুদবে।হে বষি্ণুরুপি।আমার পাপ হরণ কর।আপনার জন্য আমার প্রণাম জানাচ্ছি।।

ব্যাস বচন– অভবিাদ্যশ্চ পূজ্যশ্চ শরিসানম্য এব চ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রয়িদ্যশৈ্চ শ্রীকামৈঃ সাদরং সদা।। পদ্মপুরাণ, স্বর্গখন্ড ২৫/৪৮

অনুবাদ- শ্রীকাম ক্ষত্রয়িাদি বর্ণত্রয় কর্ত্তক ব্রাহ্মণ সাদরে অভবিাদ্য,পুজা এবং মস্তক দ্বারা প্রণামযোগ্য।

ভগবান ব্রহ্মা বলছেনে– ভুরি প্রত্যক্ষদবেোহপি ব্রাহ্মণো দবেতাশ্রয়ঃ,সর্ব্ববর্নগুরুঃ--।। পদ্মপুরাণ, ক্রয়িাযোগেসারঃ২০/১৯৩)

অনুবাদ- ব্রাহ্মণ ভুতলরে প্রত্যক্ষ দবেতা সর্ব্ববর্ণরে শুরু।

ভগবান ব্রহ্মা বলছেনে– সর্ব্বহেপি ব্রাহ্মণাঃ শ্রষে্ঠাঃ পূজনীয় সদবৈ হি।

অবদি্যো বা সবদি্যো বা নাত্র কার্যাবচিারণ।।পদ্মপুরাণ -ক্রয়িাযোগেসার ২১/৮

অনুবাদ- সর্ব্ববস্থি ব্রাহ্মণ শ্রষে্ঠ। ব্রাহ্মণ অবদি্যই হউন আর সবদি্যাই হউন।সর্ব্বদাই তাঁহারা পুজনীয় ও শ্রষে্ঠ এ বষিয়ে তর্ককরা নষিদ্ধ।

ত্রলৈোক্যস্যবৈ হতেুর্হি মর্য্যাদা শাশ্বতী ধ্রুবা

ব্রাহ্মণো নাম ভগবান জন্মপ্রভৃতি পূজ্যতে।।--মহাভারত,শান্তপির্ব ২৬৩/১২

অনুবাদ- ত্রভিূবনরে মঙ্গলরে কারণ,নত্যি ও সত্য গৌরবস্হান,মাহাত্ম্যশালী ব্রাহ্মণ জন্মবধি পূজতি হইয়া থাকনে।

শ্রী ভগবান বলছেনে - যে মে তনুর্দ্বজিবান দুহতীর্স্মদীয়া ভুতান্যব্বথরণানি চ ভদেবুদ্ব্যা

Published on: Nov, 20 2023 09:57

দ্রক্ষ্যন্ত্যঘক্ষতদৃশো হ্যাহন্যিবস্তান গৃধ্রা রুষা মম কুশন্ত্যধদিণ্ডনতেুঃ।

যে ব্রাহ্মণান ময়ি ধয়িা ক্ষপিতোরহচ্চয়ন্তস্তুষ্যদ্ধদঃ স্মতিসুধোক্ষতিপদ্মবক্তাঃ।

বাণ্যানুরাগকলয়া ত্নজবদৃগ্ন্তঃসন্বোধেয়ন্ত্যহমবিা হমুপাকৃতস্তৈঃ।। ভগবত৩/১৬১০-১১

অনুবাদ- ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষণশীল প্রাণী,ইহারা আমার দহেস্বরূপঃ যদি কহে এই তনিটকিে অন্যথা জ্ঞান কর।েতবে আমার অধকিারভুক্ত যমরে যসেকল সর্পরে ন্যায় ক্রোধী গৃধ্রাকার দূত আছ,েতাহারা সইে পাপাজত-চত্তি ব্যক্তকিে চঞ্চু দ্বারা বদিীর্ণ কর।েব্রাহ্মণরো কটুকথা বললিওে যাঁহারা প্রফুল্লতি বাসুদবেজ্ঞানে তাঁহাদগিকে অর্চনা করনে এবং সহাস্যবদনে প্রমেশোভতি বাক্যে তাঁহাদগিকে সম্বোধন কর,িসইেরূপ ভাবে যাঁহারা সইে ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করয়িা তাকনে,আমি তাঁহাদরে বশীভূত হই।

শ্রীপৃথু রাজা বলছেনে- যৎসবেয়াশষেগুহাশয়ঃ স্ববাড় বপি্রপ্রয়িস্তুষ্যতি কামমীশ্বরঃ।

তবদে তদ্ধমর্পয়বৈনীতৈঃ সর্ব্বত্নানা ব্রহ্মকুলং নষিবে্যতাম।।ভগবত৪/২১/৩৯

অনুবাদ- সর্ব্বান্তর্য্যামী স্বপ্রকাশ ব্রাহ্মণ প্রয়ি ভগবান যে ব্রাহ্মণ কুলরে সবোয় অন্ত্যন্ত পপরতিুষ্ট হন।আপনারার ভগবদ্বর্ম্মপরায়ণ ও বনীত সর্ব্বান্তঃকারণে সইে ব্রাহ্মণ কুলরে সবো করুন।

শুকদবে বলছেনে- যস্ত্বহি ব্রহ্মধ্রুক স কালসুত্রসংজ্ঞকে

নরকে অযুতযোজনপরমিন্ডলে তাম্রময়ে।। ভগবত ৫/২৬/১৪

অনুবাদ- যে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী,যমদূত তাকে কালসুত্র নামক নরকে নক্ষিপে কর,ে ঐ নরকরে পরধিি দশসহ্রস যোজন ঐ স্হান তাম্রময়।

নারদ মুনি বলছে- নহ্যগ্নমিুখতোহরং বৈ ভগবান সর্ব্বযজ্ঞভুক

ইত্যতে হবষিারাজন যথা বপি্রমুখে হুতৈঃ।। ভগবত ৭/১৪১/৭

অনুবাদ- হে রাজন,ব্রাহ্মণ মুখে প্রদত্ত অন্নাদি দ্বারা এই সর্ব্বযজ্ঞাভোগী ভগবান বষি্ণু যরেূপ পূজতি হোন,অগ্নমিুখে প্রদত্ত হববঃি দ্বারা সরেূপ তনিি পূজতি হয় না।

নন্বস্য ব্রাহ্মণা রাজন কৃষ্ণস্য জগদাত্নানঃ।

পুনন্তঃপাদরাজস্য ত্রলিোকীং দবৈতং মহৎ // ভগবত ৭/১৪/৪২

অনুবাদ- মহারাজ।আমার এবং তোমার কথা বাদদ াও।স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে ইষ্টদবে ব্রাহ্মণ। কারণ তোমার চরণরণেুতে তনি লোক পবত্রি হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেনে- যথাহং প্রণমে বপি্রাননুকালং সমাহতিঃ।

তথা নমত যূয়ঞ যোহন্যথা মে স দন্ডভাক্।।ভগবত ১০/৬৪/৪২

অনুবাদ- আমি যরেূপ প্রত্যহ সমাহতি মনে সাবধান হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করি।তোমরাও সইেরূপ ব্রাহ্মণগণ কে সতত নমস্কার করবি।েযে ব্যক্তি ইহার অন্যথা করবি,ে আমি তাহাকে দন্ডদান করবি।সে দন্ডনীয় হইব।ে

Published on: Nov, 20 2023 09:57

শুকদবে পরমহংস বলছেনে- তস্য বৈ দবেদবেস্য হররে্যজ্ঞপতঃে প্রভোঃ

ব্রাহ্মণাঃপ্রভবো ববৈং ন তভে্যো বদি্যতে পরম।। ব্রহ্মববৈর্তপুরান, ব্রহ্মখন্ড ১১/১৪

অনুবাদ- প্রয়ি পরীক্ষতি,দবেতাদরেও ও আরাধ্য দবেতা ভক্তভয়হারী যজ্ঞপতি সর্বশক্তমিান ভগবান স্বয়ং ব্রাহ্মণদরে নজি প্রভু ও ইষ্ট মনে করে তাকনে।তাই ব্রাহ্মণগণ এই জগতে সর্বাধকি প্রণম্য বলে স্বীকৃত।

সূর্যদবে বলছেনে– ব্রাহ্মণাবাহতিা দবোঃশশ্বদ্বশি্বষেু পূজজতিাঃ

ন চ বপি্রং পরো দবেো বপি্ররূপী স্বয়ং হরঃি

অনুবাদ- দবেতাগণ ব্রাহ্মণকৃর্তক অবাহতি হইয়া বারংবার এই বশি্ব সংসারে পূজতি হইতছেনে,এবং ব্রাহ্মণ অপক্ষো শ্রষ্ঠে দবেতা আর কহেই নাই,কারন স্বয়ং হরইি বপি্ররূপ ধারন করয়িাছনে।।

সর্ব্বাবর্ণাশ্রমপরো বপি্রো নাস্তি বপি্রসমো গুরুঃ

বদে বদোঙ্গ সর্ব্বার্থমতি্যাহ কমলোদ্ভবঃ।। ব্রহ্মববৈতপুরান, ব্রহ্মখন্ড ১১/২০

অনুবাদ- ব্রাহ্মণ অপক্ষো গুরু কহেই নইে,ইহাই বদেরে সার কথা বলয়িা স্বয়ং কমলযোনি ব্রহ্মা স্বীকার করয়িাছনে।।

আনন্দপূর্ব্বক বন্দে বপি্ররূপং জনার্দ্দন।

তুষ্টা দবো হরস্তিুষটো যস্য পুষ্পজলনে চ।। ব্রহ্মববৈতপুরান, ব্রহ্মখন্ড ১৪/১২

অনুবাদ- যে ব্রাহ্মণ প্রদত্ত জলপুষ্পে সমস্ত দবেতা ও ভগবান হরি তুষ্টি লাভ করনে।আমি সইে বপি্ররূপী জনার্দ্দনকে আনন্দরে সহতি প্রণাম করি।।

ধর্ম্মরাজ যম বলছেনে- ক্ষত্রয়িো বাপি বশৈ্যো বা কল্পকোটশিতনে চ।

তপসা ব্রাহ্মণত্বঞ্চ না প্রাপ্নোতি শ্রুতে শ্রুতম।। ব্রহ্মববৈতপুরান, প্রকৃতখিন্ড ২৬/৬৯

অনুবাদ- ক্ষত্রয়ি বা বশৈ্য,শতকুটকিল্প তপস্যা করয়িাও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতিে পারে না।ইহা বদেে কথতি আছে।।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেনে -অপ্রজ্ঞ বাথ প্রজ্ঞো বা ব্রাহ্মণো বষি্ণুবগি্রহ---ব্রহ্মববৈতপুরান, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখন্ড২১/৭০

অনুবাদ- জ্ঞানীই হউন,বা অজ্ঞানী হউন,ব্রাহ্মণ মাত্রইে বষি্ণুরুপ।।

নমস্কুর্য্যাৎ স্বয়ং বপি্রান বর্ত্তমানান যথাতথম

যথাসুখং যথোৎসাহং নমস্যান্তে স্বমাত্বৎ।। শবিপুরান,ধর্ম্মসংহতিা ২০/৮৫

Published on: Nov, 20 2023 09:57

অনুবাদ- ব্রাহ্মণ সদাচারসম্পূর্ণ হউনবা দুরাচারযুক্তই হউন,আপনার মাতাকে যমেন নমস্কার করা উচতি,সইেরূপ তাঁহাদগিকে নমস্কার করবিে।।

ব্যাসদবে বলছেনে- ব্রাহ্মণত্বং হি দুষ্প্রাপং নসির্গাদব্রাহ্মণো ভবৎে।

ক্ষত্রয়িো বাপি বশৈ্য বা নসির্গাদবে জায়তে।। শবিপুরান,ধর্ম্মসংহতিা ৪১/১

অনুবাদ- ব্রাহ্মণত্ব দুর্লভ।প্রকৃতি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রয়ি, বশৈ্য,শুদ্র হয়।।

ব্রাহ্মণ দর্শবর্ষং তু শতবর্ষং ভূমপিম।

পতিাপুত্রৌ বজিানীয়াদ্রাক্ষণস্তু তয়োঃপতিা।। মনুসংহতিা ২/১৩৫

অনুবাদ- যদি কোনও ব্রাহ্মণ দশবৎসর বয়স্ক হয় এবং ক্ষত্রয়িকে পুত্ররে মত দখেবিে,অথাৎ ব্রাহ্মণ কে ক্ষত্রয়ি পতিার ন্যায় বলয়িা গ্রহন করবিে।।

বশিষে দ্রষ্টব্য : যনিি যোগ্যতা এবং গুণ এবং কর্ম অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করযি়াছনে তনিি প্রকৃত ব্রাহ্মণ । এরকম যোগ্য ব্রাহ্মণ ব্যক্তরি সঙ্গে কমেন ব্যবহার করা উচতি অথবা কি ব্যবহার করলে কি কর্মফল লাভ হয. শাস্ত্রে বহুবার তাহা বলা হয.ছে। উদাহরণস্বরূপ ওপররে কছিু শ্লোকে সগেুলো দওেয়া হইল। কনি্তু মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্যবাদ কুসংস্কার প্রথা অনুসারে শাস্ত্ররে উপরোক্ত শ্লোকরে অপব্যাখ্যা কারি এবং জন্মগত ব্রাহ্মণবাদী লোকরে জন্য অবশ্যই প্রযোজ্য নয.।

**********

**********

একজন ব্রাহ্মণ যদি তনি দনি দুধ বকি্রি করে অথবা মাংস বকি্রি, লাক্ষা ও লবন প্রভৃতি বকি্রি করে তখন সে শুদ্রে পরনিত হয়। ৯২/১০ মনুসংহতিা। কোনো ব্রাহ্মন, মাৎসাদি বা ভোজ্যদ্রব্য ভন্নি অন্যপ্রতসিদ্ধি দ্রব্য সাতদনি বকি্রয় করলিে সে বশৈ্য হয়।৯৩/১০ মনুসংহতিা মনুসংহতিা থকেে স্কন্ধ পুরান আরও ভয়ানক। স্কন্ধ পুরানরে কাশি খন্ডে বলা হয.ছে যে ব্রাহ্মণ শুদ্ররে অন্ন গ্রহন করে , শূদ্ররে সহতি সম্পর্ক রাখে, শূদ্ররে সহতি একাসনে উপবশেন করে , শূদ্ররে নকিট বদি্যা শকি্ষা করে সইে নরাধমরে জলন্ত পাতকে বাস হয.। যে সকল ব্রাহ্মণ শূদ্ররে নকিট হইতে দান গ্রহণ করযি়া জীবকিা নর্িবাহ করে সইে বপ্রিাধমরো ব্রহ্মতজে বহিীন হইয়া ঘোর নরকে স্থান প্রাপ্ত হয.। যে ব্রাহ্মণ হস্তদ্বারা পরবিশেতি মধু, দুগ্ধ, বাতাসা, ঘৃত ,লবন এবং শাক গ্রহন করে সইে ব্রাহ্মণ কে অবশ্যই একদনি উপবাস স্বরূপ প্রায়শ্চত্তি করে শুদ্ধ হইতে হয.। কোনো শূদ্র যদি স্নহে বশত ব্রাহ্মণরে পাত্রে লবন অথবা ব্যঞ্জনাদি প্রদান করে তাহা হইলে সইে শূদ্ররে কছিু মাত্র সম্পত্তি থাকে না এবং সইে ভোক্তা ব্রাহ্মণরে ও পাপানল ভক্ষণ করা হয.। যদি কহে কোনো ব্যক্তকি লোহ পাত্রে অন্ন প্রদান করে তাহা হইলে যে দযে. তাহাকে নরকগামী হইতে হয. । এবং যে ব্যক্তি ভোজন করে তাহার বষি্ঠা ভক্ষণ হইয়া থাকে। ভোজন কালে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা যদি কহে লবন ও মৃত্তকিা গ্রহন করে তাহা হইলে সইে ব্যক্তরি গো মাংস ভক্ষণতুল্য পাপ হয. । ব্রাহ্মণ যদি গো রক্ষক, বানজি্যজীবি, শলি্পজীবি, নট্টনর্তক, দৌত্যকার্জে

Published on: Nov, 20 2023 09:57

নযিুক্ত অথবা কুসীদোপজীবি হয. তাহা হইলে তাহার সহতি শূদ্রবৎ ব্যবহার উচতি। অর্থাৎ এখানে বোঝা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ সমাজ কখনোই শূদ্র কর্ম এবং বশৈ্য কর্ম করতইে পারবে না। শূদ্র কর্ম এবং বশৈ্য কর্ম তনি দনি ও সাত দনি করলে তারা বর্নচূত হবে । এছাড়া অত্রী সংহতিা আরও ভয়ঙ্কর অত্রি সংহতিায. দশ প্রকার ব্রাহ্মণরে কথা বলা হয়ছে । বর্তমান পরস্থিতি অনুযায়ী অত্রি সংহতিা সকল ব্যক্তকিইে ব্রাহ্মণ বলছেনে। দবে, মুনি, দ্বজি, ক্ষত্রযি., বশৈ্য,শূদ্র, নষিাদ, পশু, ম্লচ্ছে, চন্ডাল, এই দশ প্রকার ব্রাহ্মণ পৃথবীতে বরিাজমান। যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা, যপ,হোম, যজ্ঞ, দবেপুজা, অতথিি সবো , নবগুন সম্পন্ন হন তাদরে দবে ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্রাহ্মণ নত্যি বদে বদোন্ত পাঠ করনে, সর্বসঙ্গ ত্যাগী, নত্যি যোগ অভ্যাস করে থাকনে তাদরে দ্বজি ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্রাহ্মণ শাক,পত্র, ফল, মূল, বৃক্ষ, খয়ে বনে জঙ্গলে জীবন অতবিাহতি করনে এবং পরমব্রহ্মরে সাধনা করনে তাহদরে মুনি বলা হয়। যে ব্রাহ্মণ সমর বা ঝগড়া স্থলে অস্ত্র দ্বারা শত্রুকে আহত ও পরাজতি করনে তাদরে ক্ষত্রযি. ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা, লবন, দুধ, ঘি, দই, মাংস প্রভৃতি বক্রিয. করে তাদরে শূদ্র ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্রাহ্মণ কৃষকিার্য, গো প্রতপিালক, ব্যাবসা, বানজি্যে লপি্ত তাদরে বশৈ্য ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্রাহ্মণ চোর, ডাকাত, মাছ মাংস ভক্ষণ কারী, কুপরামর্শদাতা, তাদরে নষিাদ ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্রাহ্মণ বদে এবং পরমাত্ম তত্ত্ব কছিুই জানে না শুধু মাত্র যজ্ঞ উপবতিরে প্রভাবে গর্ব করে তাদরে পশু ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্রাহ্মণ কূপ, পুকুর, সরোবর, সাধারণ ভোগ্য উপবন থকেে জনসাধারণরে ব্যবহার বন্ধ করে তাদরে ম্লচ্ছে ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্রাহ্মণ নত্যি কর্তব্য কার্যহীন, মূর্খ, সর্বধর্ম রহতি , মথি্যাবাদী, অসৎ, তাদরে চন্ডাল ব্রাহ্মণ বলে।

Published on: Nov, 20 2023 09:57